ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৪২২
আগরতলা,২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

## ত্রিপুরাও একদিন পরাক্রমশালী রাজ্য হয়ে উঠবে : মুখ্যমন্ত্রী

যে দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম রয়েছে সেই দেশই সবথেকে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পরও তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাদের দেশ প্রেমের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাসের মিলনায়তনে আয়োজিত পরাক্রম দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এইকথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা প্রাক্তণ সৈনিকদের মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধণা জানান।

পরাক্রম দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয় সমবেতভাবে বন্দেমাতরম গানের মধ্য দিয়ে। দু'বছর আগে পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে কেন্দ্র করেই আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পার্শবর্তী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চেয়েছিলেন শক্তিশালী দক্ষিণ এশিয়া গঠন করতে। তাছাড়া পার্শবর্তী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে আমাদের দেশের উন্নতিও সম্ভব নয়। কিন্তু পাকিস্তান তাতে সাড়া দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে তার উপর আক্রমণ হলে দেশকে রক্ষা করার জন্য সেই আক্রমণ প্রতিহত করার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতও একটি শক্তিশালী দেশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন তো দেশে কোনও বোমা বিস্ফোরন, সন্ত্রাসবাদী আক্রমনের ঘটনা ঘটেনা। নাগাল্যান্ডে সন্ত্রাসবাদী সমস্যারও সমাধান হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা এবং কেন্দ্রে একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার রয়েছে। আমাদের কাছে প্রথম দেশ, তারপর দল। দেশমাতাকে কেউ অপমান করবে, তা হয়না। প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদি মন ও হৃদয় থেকে সিদ্ধান্ত নেন। কাজ করেন। তাই তিনি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে পারেন আবার গরিব মহিলাদের জন্য উজ্জ্বলা যোজনাও ঘোষণা করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এখানে প্রায় শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে শুরু করেছে। এই সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। জনতার সরকার রূপে কাজ করার চেষ্টা করছে। তিনি সবার কাছে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগান সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ত্রিপুরাও একদিন পরাক্রমশালী রাজ্য হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন প্রাক্তন সৈনিক মেজর প্রফুল্ল কুমার সিনহা, সন্তোষ গোপ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সৈনিক সমীর চক্রবর্তী।

****